তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৮১

**নির্মাণাধীন গণগ্রন্থাগার ভবন হবে আধুনিক স্থাপত্যকলার অনন্য নিদর্শন**

**--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, নির্মাণাধীন গণগ্রন্থাগার ভবন হবে আধুনিক স্থাপত্যকলার অনন্য নিদর্শন। ভবনটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে এ গ্রন্থাগারটি হবে পরিবেশবান্ধব জায়গায় বসে জ্ঞান আহরণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। আর গ্রন্থাগার হলো সভ্যতা-সংস্কৃতির সূতিকাগার। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীতে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আয়োজিত সাপ্তাহিক ‘বিশেষ লার্নিং সেশন’ শীর্ষক কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সময় পেয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। এই নাতিদীর্ঘ সময়ে রাষ্ট্রের এমন কোনো সেক্টর নেই, যার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু হাত দেননি। তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ রেখেছেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সকল ধরনের আইন তিনি এসময় প্রণয়ন করেছেন। বর্তমান সময়ে এসে সেগুলোকে শুধু যুগোপযোগী করা হয়েছে মাত্র।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আবুবকর সিদ্দিক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব খলিল আহমদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক মোছাঃ মরিয়ম বেগম।

লার্নিং সেশনের এ সপ্তাহের বিষয় ‘খাদ্য ও পুষ্টি এবং আমাদের স্বাস্থ্য’। সেশনটিতে উপস্থাপন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) এর সাবেক পরিচালক বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ ড. মনিরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, লাইব্রেরি ব্যবহারকারীদেরকে উৎসাহিত করতে এবং পাঠকদেরকে জ্ঞান অর্জনে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও শিক্ষামূলক বিষয়ের ওপর ‘বিশেষ লার্নিং সেশন’ এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখন থেকে প্রতি রবিবার এ সাপ্তাহিক সেশন অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী ও বরেণ্য ব্যক্তিগণ নির্ধারিত সেশনসমূহ পরিচালনা করবেন।

#

ফয়সল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৮০

**‍** **এবারের ব্যবস্থাপনা সর্বোচ্চ সঠিক থাকায়**

**ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি**

**---ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

ঘূর্ণিঝড় মোখার প্রভাবে উপকূলে জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা ‘সহনীয়’ ছিল জানিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, এই দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য এখন পর্যন্ত আসেনি। “আমরা পাঁচ বছরে যত দুর্যোগ মোকাবিলা করেছি, তার মধ্যে এবারের ব্যবস্থাপনাটি ছিল সর্বোচ্চ সঠিক,” বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’ বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।

ঘূর্ণিঝড়ের সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরে সাংবাদিকদের প্রতিমন্ত্রী বলেন, সকাল ৬টা থেকে ঘূর্ণিঝড় মোখার অগ্রভাগ কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন ও মিয়ানমারের উপকূল অতিক্রম শুরু করে। এখনও সেটি অতিক্রম করছে। বিকালে এটি উপকূল অতিক্রম করে মিয়ানমারের দিকে অগ্রসরমান হবে। “এখন ঝড় ৫০ থেকে ৬৮ কিলোমিটার গতিবেগে হচ্ছে। যেহেতু সকাল থেকে ভাটা শুরু হয়েছে তাই জলোচ্ছ্বাসের (বড়) শঙ্কা নাই, মাত্রাটাও সহনীয়।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন,“সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ঝড়টি দুর্বল হয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার অতিক্রম করছে। তবে ঝড়ের কেন্দ্রের ৭৮ কিলোমিটারের মধ্যে ঝড়ের গতিবেগ এখনও ২০০ থেকে ২১৫ কিলোমিটার। এ গতিবেগে কেন্দ্রটি উপকূল অতিক্রম করলে কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হবে’’। ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ না পাওয়ার কথা জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, “আমাদের সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সেন্টমার্টিনে ৩৭টি আশ্রয়কেন্দ্রে সাড়ে ৮ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। এ ছাড়া কক্সবাজারে ৫৭৬টি কেন্দ্রে ২ লাখের বেশি, চট্টগ্রামে ১ হাজার ২৪ আশ্রয়কেন্দ্রে ৫ লাখ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। কুতুবদিয়া, মহেশখালী, সন্দ্বীপ, সুবর্ণচরের মানুষকেও নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে"।

কিছু আশ্রয়কেন্দ্রে সুপেয় পানি না থাকার অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, “কক্সবাজারের একটি কেন্দ্রে সুপেয় পানি ছিল না। আমি অভিযোগ পেয়ে সেখানকার জেলা প্রশাসককে বলেছি। সেখানে তিনি পর্যাপ্ত মিনারেল ওয়াটারের ব্যবস্থা করেছেন’’। তিনি বলেন,“এবার আমরা আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবার আমরা তাদের মিনারেল ওয়াটার খাওয়াব, সিলেট-সুনামগঞ্জের বন্যায় যা করেছিলাম, যেন দুর্যোগের পর সেখানে পানিবাহিত কোনো রোগ না হয়।”

দুর্যোগকালীন লাখ লাখ মানুষের ব্যবস্থাপনা সহজ নয় জানিয়ে এনামুর রহমান বলেন, “হাজার হাজার আশ্রয়কেন্দ্র, লাখ লাখ মানুষ। এদের ব্যবস্থাপনা বাস্তবিক অর্থে এত সহজ না। আমরা দেখেছি এর আগেও সক্ষমতা ১০০ জনের হলেও ২০০ মানুষ আসে। তাদের খাওয়া-দাওয়া, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা খুব সহজ নয়।” তবে এবারের ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য, সেন্টমার্টিন, টেকনাফ ও কক্সবাজারের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাজের প্রশংসা করেন প্রতিমন্ত্রী।

#

সেলিম/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ১৭৭৯

**সবক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে**

**---পানিসম্পদ উপমন্ত্রী**

শরীয়তপুর, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, সরকারের সকল প্রকার সেবার মান বাড়িয়ে মানুষের দ্বারপ্রান্তে তা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সততা, প্রজ্ঞা, মেধা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দিয়ে বাংলাদেশকে এমন এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছেন যে, শুধু বাংলাদেশই নয়, আন্তর্জাতিক মহলও তার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। তাই আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে। তাই সবক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আজ শরীয়তপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, পদ্মাসেতুর জাজিরা পয়েন্ট থেকে শরীয়তপুরের প্রেমতলা এবং মনোহর বাজার থেকে আলুরবাজার ফেরীঘাট পর্যন্ত ফোর লেনে কাজে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। কাজের গুণগত মান ঠিক রেখে সঠিক সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কাজের ব্যাপারে কোনো রকম অনিয়ম ও গাফিলতি সহ্য করা হবে না। তবে জনসাধারণকে সহযোগিতা করতে হবে। বুঝতে হবে জনসাধারণের জন্যই এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছে।

উপমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বয়স্ক ও বিধবাভাতাসহ সব সেবা মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে হবে। ‘গ্রাম হবে শহর’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নের এই গতি অব্যাহত থাকলে, এশিয়ার সেরা দেশ হবে বাংলাদেশ। তাই, যার যার অবস্থান থেকে সততার সঙ্গে কাজ করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে উপমন্ত্রী বলেন, আপনাদের সব সময় মাথায় এটাই রাখতে হবে, জনগণের সেবক হিসেবে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো একে একে পূরণ করার জন্য কাজ করতে হবে। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। মানুষ যেন তার অধিকার ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের সাথে সুশাসন নিশ্চিত হয়েছে। ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত, আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর মেধাভিত্তিক অর্থনীতির সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনের কার্যক্রমে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

জেলা প্রশাসক মোঃ পারভেজ হাসানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, শরীয়তপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ইকবাল হোসেন অপু, শরীয়তপুরের পুলিশ সুপার সাইফুল হক, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অনল কুমার দে প্রমুখ।

পরে উপমন্ত্রী মনোহর বাজার থেকে আলুর বাজার ফেরীঘাট পর্যন্ত ফোর লেন সড়কের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এসময় সড়ক ও জনপদ শরীয়তপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী ভূইয়া রেদোয়ানুর রহমান সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৭৮

**বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে ইতালির রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত Enrico Nunziata সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী আলোচনাকালে বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক দ্রুত স্বাক্ষর করা গেলে উভয় দেশ উপকৃত হবে। তিনি বলেন, ইলেকট্রনিক ভেহিক্যাল, চার্জিং স্টেশন, সোলার, সঞ্চালন লাইন ইত্যাদি বিষয়ে একসাথে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

রাষ্ট্রদূত নন বাইন্ডিং সমঝোতা স্মারক-এর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। জ্বালানি, এলএনজি, বিদ্যুৎ ও প্রযুক্তি খাতে ইতালির অবস্থা তুলে ধরেন। সাক্ষাৎকালে তিনি ইতালির জ্বালানি মন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রতিমন্ত্রীকে ইতালি সফরের আমন্ত্রণ জানান।

#

আসলাম/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৭৭৭

আইসিটি বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

**প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭৩ দশমিক ৮৫ শতাংশ**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপ্রিল মাসের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা সভা আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত ছিলেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব সামসুল আরেফিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরসহ বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থা প্রধানগণ এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আইসিটি বিভাগের চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, মাসভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম, লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট, মোবাইল গেইম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আইসিটি অবকাঠামো, দীক্ষা-দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষা অনলাইনে, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ, ডিজিটাল সিলেট সিটি, বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল, বিজিডি ই-গভ সিআইআরটি এর সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভিডিও কনফারেন্সিং প্লাটফর্ম শক্তিশালীকরণ, কানেক্টেড বাংলাদেশ, সিসিএ কার্যালয়ের সিএ মনিটরিং, জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, ইনফো সরকার-৩ প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প, দুর্গম এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প,  বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক রাজশাহী  (১ম সংশোধিত) প্রকল্প,  কালিয়াকৈর হাইটেক-পার্ক সহ অন্যান্য হাইটেক পার্ক উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন, লিভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অফ দ্য আইটি-আইটি ইএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প, জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন প্রকল্প, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য সকল প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন।

সভায় আরো জানানো হয়, আইসিটি বিভাগের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭৩ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে আইসিটি বিভাগের অধীন ২টি কারিগরিসহ মোট ২৮টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ১ হাজার ২৬৯ কোটি ৭১ লাখ টাকা।

প্রতিমন্ত্রী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত এবং যথাসময়ে কাজ শেষ করতে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পসমূহের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

#

শহিদুল/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৭৬

**ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’ সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

উপকূল অতিক্রমরত অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’ উত্তর-উত্তরপুর্ব দিকে অগ্রসর ও সামান্য দুর্বল হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্র আজ (১৪ মে ২০২৩) বেলা ৩ টায় সিটুয়ের নিকট দিয়ে কক্সবাজার-উত্তর মিয়ানমার উপকূল অতিক্রম করে মিয়ানমারের স্থলভাগের উপর অবস্থান করছে (২০.৫˙ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.৮˙ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)। সম্পূর্ণ ঘূর্ণিঝড়টি আজ সন্ধ্যা নাগাদ  উপকূল অতিক্রম সম্পন্ন ও ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে পারে।

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাবে উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১২০ কি.মি., যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ১৩০ কি.মি. পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ১০ নম্বর মহাবিপৎসংকেত (পুনঃ) ১০ (দশ) নম্বর মহাবিপৎসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৮ নম্বর মহাবিপৎসংকেত (পুনঃ) ৮ নম্বর মহাবিপৎসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। মোংলা সমুদ্রবন্দরকে ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত (পুনঃ) ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ১০ নম্বর মহাবিপৎসংকেতের আওতায় থাকবে। উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ৮ নম্বর মহাবিপৎসংকেতের আওতায় থাকবে। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও বরগুনা জেলার নদী বন্দরসমূহকে ৪ নম্বর নৌ-মহাবিপদ সংকেত (পুনঃ) ৪ নম্বর নৌ-মহাবিপৎসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির অগ্রবর্তী অংশ ও বায়ুচাপ পার্থক্যের আধিক্যের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৫-৭ ফুট অধিক উচ্চতার বায়ুতাড়িত জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির অগ্রবর্তী অংশ ও বায়ুচাপ পার্থক্যের আধিক্যের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৩-৫ ফুট অধিক উচ্চতার   
বায়ুতাড়িত জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাবে চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ভারী (৪৪-৮৮ মিমি) থেকে অতি ভারী (≤৮৯ মিমি) বর্ষণ হতে পারে। অতি ভারী বর্ষণের প্রভাবে কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলের কোথাও কোথাও ভূমিধস হতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

#

অমিত/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৭৪

**বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে ওমানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ওমানের রাষ্ট্রদূত Abdul Ghaffar Al Bulushi সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

রাষ্ট্রদূত দীর্ঘমেয়াদে এলএনজি সরবরাহ, জি-টু-জি ভিত্তিতে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তিনি প্রতিমন্ত্রীকে ওমান সফরের আমন্ত্রণ জানান। সাক্ষাৎকালে তিনি দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ভাতৃপ্রতিম এই দুই দেশের সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলএনজি নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি একটি চুক্তি প্রক্রিয়াধীন। এসময় তিনি পূর্বের চুক্তির ধারাবাহিকতায় অতি দ্রুত কয়েক কার্গো এলএনজি দেয়ার অনুরোধ করেন।

এ সময় অন্যান্যের মাঝে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৭৩

**পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেয়া হতে পারে**

**---কৃষিসচিব**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

শীঘ্রই পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার। তিনি বলেন, কৃষকের স্বার্থ বিবেচনা করে পেঁয়াজ আমদানি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। এবছর দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে ৩৪ লাখ টনের বেশি। আর বর্তমানে মজুত আছে ১৮ লাখ ৩০ হাজার টন। উৎপাদন ও মজুত বিবেচনায় দেশে এই মুহূর্তে পেঁয়াজের দাম বাড়ার কোনো কারণ নেই; অথচ বাজারে দাম কিছুটা বেশি। কৃষি মন্ত্রণালয় দেশের অভ্যন্তরে পেঁয়াজের বাজার সবসময় মনিটর করছে। দাম ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকলে শীঘ্রই পেঁয়াজ আমদানির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

আজ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভায় কৃষিসচিব এসব কথা বলেন।

এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, কৃষি বিপণণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মাসুদ করিম, মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ অধিশাখার উপসচিব মুনসুর আলম খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পেঁয়াজের উৎপাদন, চাহিদা ও আমদানির তথ্য তুলে ধরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। এতে জানানো হয়, গত দুই বছরে দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন বেড়েছে ১০ লাখ টনেরও বেশি। এবছর দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে ৩৪ লাখ টনের বেশি। আর বর্তমানে মজুত আছে ১৮ লাখ ৩০ হাজার টন। কিন্তু উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে বা প্রতিকূল পরিবেশের কারণে ৩০-৩৫% পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যায়। দেশে বছরে পেঁয়াজের চাহিদা ২৬ থেকে ২৮ লাখ টন।

সভায় আরো জানানো হয়, বর্তমানে এক কেজি দেশি পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ ২৮-৩০ টাকা। গতবছর ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানি উন্মুক্ত থাকার কারণে আমদানি বেশি হয়েছিল। দেশি পেঁয়াজের বাজারদর কম ছিল, ৩০-৩৫ টাকা ছিল। কৃষকেরা কম দাম পেয়েছিল। সেজন্য, পেঁয়াজ চাষে কৃষকের আগ্রহ ধরে রাখতে এবছর পেঁয়াজ আমদানি সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

#

কামরুল/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৭৭৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার এক দশমিক ৬৩ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৪৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৫ হাজার ৯২৪ জন।

#

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৭৭২

**আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করায় চিনির দাম বেড়েছে**

**--বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

দেশে চিনির চাহিদার প্রায় ৯৯ শতাংশ আমদানি করতে হয় উল্লেখ করে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চিনির দাম বেড়েছে। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) গত এপ্রিল মাস থেকে শুল্কছাড় অব্যাহত না রাখায় ভোজ্যতেলের দাম বেড়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধির কারণে নয় বলেও জানান মন্ত্রী।

আজ রাজধানীর বাড্ডায় সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল স্কুল মাঠে আয়োজিত দেশব্যাপী এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্নআয়ের পরিবারের মাঝে মে মাসে টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, সোয়াবিন তেল, ডাল ও চিনি এসব পণ্যগুলো আমদানিনির্ভর। গত বেশ কিছুদিন ধরেই আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির দাম বেড়েছে। যেসব পণ্য আমদানি করে দেশে বিক্রি করতে হয় সেগুলোর দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করতে হয়। আমরা চেষ্টা করি আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রাখার। তারপরও অনেক অসদুপায়ী ব্যবসায়ী বেশি দামে বিক্রয়ের চেষ্টা করে থাকে। আমরা এ জন্য জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্টদের দিয়ে বাজার মনিটরিংয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি।

মন্ত্রী আরো বলেন, তেলের ওপর শুল্কছাড় অব্যাহত রাখতে এনবিআরকে চিঠি দেয়া হয়েছে। চিনির আগামী ৩১ মে শেষ হবে। চিনির শুল্কছাড় অব্যাহত রাখতেও চিঠি দেয়া হবে। তারা যদি শুল্ক ছাড় অব্যাহত রাখে তাহলে বাজারে তেল ও চিনির দাম কমতে পারে। অন্যদিকে দেশে চিনির চাহিদার প্রায় ৯৯ শতাংশ আমদানি করতে হয়। এজন্য আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে দেশের বাজারে এর প্রভাব পড়ে।

মন্ত্রী বলেন, নিম্ন আয়ের মানুষ যাতে কম মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করতে পারে সে জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টিসিবির মাধ্যমে তেল, চিনিসহ অন্যান্য পণ্য বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিমাসে এক কোটি পরিবারকে একবার করে পণ্য দেয়া হচ্ছে। টিসিবি এসব পণ্য ক্রয় করে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে থাকে। দাম বাড়লে টিসিবিকেও অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হয়।

এলক্ষ্যে সরকার বিশাল পরিমাণ ভর্তুকি দিচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, দেশ ও দেশের মানুষের জন্য শেখ হাসিনা যেভাবে চিন্তা করেন তা বিশ্বে বিরল। আসছে নতুন বাজেটেও এক কোটি গরিব, দুঃস্থ অসহায় মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে খাদ্য পণ্য বিতরণ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই মানবিক উদ্যোগকে সফল করতে জনপ্রতিনিধিসহ সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

ডিজিটাল কার্ড কবে নাগাদ চালু করা হবে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে টিপু মুনশি জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে ডিজিটাল দেশে রূপান্তরিত করেছেন, যার সুফল দেশের মানুষ উপভোগ করছে। আমরা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চিত করতে টিসিবির এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডকে স্মার্ট কার্ডে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এজন্য আমরা সরকারি একটা প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দিয়েছি তারা কাজ করছে। ত্রুটিমুক্ত একটি স্মাট কার্ড উপহার দেয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। এ জন্য একটু সময় বেশি লাগছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে কাজের অনেকটাই শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ। এসময় টিসিবির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান ও উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৩৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ জাহাঙ্গীর আলম অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৬৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ১৭৭১

**বিপদাপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে রেড লিস্ট প্রণয়ন করেছে সরকার**

**- পরিবেশ ও বনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বর্তমান সরকার দেশের বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে দেশে প্রথম বারের মতো ১০০০টি উদ্ভিদের তালিকা প্রস্তুত করেছে যার মধ্যে ৩৯৪ প্রজাতি সংকটাপন্ন। গবেষণালব্ধ এ ফলাফল বাংলাদেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি আমাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং বিপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির সুরক্ষায় জাতীয় নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন এবং CITES রিপোর্টিং এ সহায়তা করবে।

আজ বন অধিদপ্তরে আয়োজিত ‘ফাইনাল ডিসেমিনেশন ওয়ার্কশপ অন ন্যাশনাল রেড লিস্ট অব প্লান্টস’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, লাল তালিকা মূল্যায়নের ফলাফল অনুযায়ী ১০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে ৮টি প্রাথমিকভাবে বিলুপ্ত, ৫ টি মহাবিপন্ন, ১২৭ টি বিপদাপন্ন, ২৬২ টি সংকটাপন্ন, ৬৯ টি প্রায় সংকটাপন্ন, ২৭১টি ন্যূনতম উদ্বেগজনক এবং ২৫৮টি উদ্ভিদ প্রজাতিকে তথ্যের ঘাটতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি দেশের বিলুপ্তির উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা মহাবিপন্ন বাশঁপাতা, ট্রায়াস অর্কিড, চালমুগড়া, বামন খেজুর উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং অন্যান্য বিপন্ন উদ্ভিদের অস্তিত্ব রক্ষায়ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

শাহাব উদ্দিন বলেন, এ দেশের বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফলাফলে প্রাপ্ত সংকটাপন্ন উদ্ভিদগুলোকে বনায়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, এই ধরনের প্রজাতির পূর্ণ তথ্য জানার জন্য দেশের অবশিষ্ট প্রায় ৩০০০ উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট এসেসমেন্ট সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এই তালিকা হালনাগাদ করতে হবে। সংকটাপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির সুরক্ষার জন্য বিদ্যমান আইন ও প্রবিধান মালার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের পরিচালক সঞ্জয় কুমার ভৌমিক প্রমুখ। বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সুফল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক গোবিন্দ রায়, আইইউসিএন বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ রাকিবুল আমীন প্রমুখ। চূড়ান্ত ফলাফলসহ মূল প্রবন্ধ যৌথভাবে উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মো. ওলিউর রহমান এবং অধ্যাপক ড. সালেহ আহমদ খান।

#

দীপংকর/ সিরাজ/রবী/রাসেল/আসমা/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৭০

**‍ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’ সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

উত্তর-পুর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’ উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর ও আরো ঘনীভূত হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আজ দুপুর ১২ টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ২৮৫ কি.মি. দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ২০০ কি.মি. দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৪৪৫ কি.মি. দক্ষিণে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৩৪৫ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থান করছিল। এটি বর্তমানে কক্সবাজার-উত্তর মিয়ানমার উপকূল অতিক্রমরত ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্র আজ বেলা ৩টা নাগাদ উপকূল এবং সম্পূর্ণ ঘূর্ণিঝড়টি সন্ধ্যা নাগাদ সিটুয়ের (মিয়ানমার) নিকট দিয়ে কক্সবাজার-উত্তর মায়ানমার উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৭৪ কি.মি. এর মধ্যে বাতাসের একটানা সবোর্চ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১৬০ কি.মি., যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ১৮০ কি.মি. পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। মোংলা সমুদ্রবন্দরকে ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ   
১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে। উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও বরগুনা জেলার নদী বন্দরসমূহকে ৪ (চার) নম্বর নৌ-মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির অগ্রবর্তী অংশ ও বায়ুচাপ পার্থক্যের আধিক্যের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৮-১২ ফুট অধিক উচ্চতার বায়ুতাড়িত জ্বলোচ্ছাসে প্লাবিত হতে পারে। অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির অগ্রবর্তী অংশ ও বায়ুচাপ পার্থক্যের আধিক্যের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৫-৭ ফুট অধিক উচ্চতার বায়ুতাড়িত জ্বলোচ্ছাসে প্লাবিত হতে পারে।

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাবে চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ভারী (৪৪-৮৮ মিমি) থেকে অতি ভারী (≤৮৯ মিমি) বর্ষণ হতে পারে। অতি ভারী বর্ষণের প্রভাবে কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলের কোথাও কোথাও ভূমিধস হতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

#

অমিত/সিরাজ/রবী/রাসেল/আসমা/২০২৩/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৬৯

ইইউ ইন্দো-প্যাসিফিক মন্ত্রী ফোরামে তথ্যমন্ত্রী

**যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, পর্তুগালের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

সুইডেনের স্টকহোমে দ্বিতীয় ইইউ ইন্দো-প্যাসিফিক মিনিস্টেরিয়াল ফোরামে যোগ দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

গতকাল স্টকহোমে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এ ফোরামের সম্মেলনে মন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এবং পাশাপাশি বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাদজা লাহাবিব, যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী লর্ড আহমদ এবং পর্তুগালের সেক্রেটারি অব স্টেট ফ্রান্সিসকো আন্দ্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন।

**রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সহযোগিতা করবে যুক্তরাজ্য ও বেলজিয়াম**

যুক্তরাজ্যের মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও জাতিসংঘ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী লর্ড আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে বহুমুখী সম্পর্কের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনায় যুক্তরাজ্যের প্রতিমন্ত্রী আশ্বাস দেন যুক্তরাজ্য রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশকে সমর্থন দেওয়া অব্যাহত রাখবে এবং দেশটি রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে টেকসই প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে সক্রিয় থাকবে।

বৈঠকে তারা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহযোগিতা এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করেন। যুক্তরাজ্যের প্রতিমন্ত্রী রাজা তৃতীয় চার্লস ও রানি ক্যামিলার ঐতিহাসিক অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ধন্যবাদ জানান এবং তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন।

বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাদজা লাহাবিবের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা হয় এবং বেলজিয়ামের মন্ত্রী এ বিষয়ে আন্তরিক সহায়তার মনোভাব জানান। দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির ওপরও জোর দেন তারা।

**আগামী বছর ঢাকায় কনসুল্যার মিশন খুলতে পারে পর্তুগাল**

পর্তুগালের সেক্রেটারি অব স্টেট ফ্রান্সিসকো আন্দ্রে বৈঠকে মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদকে জানান, পর্তুগাল সরকার আগামী বছরের মধ্যে ঢাকায় একটি কনস্যুলার মিশন খোলার প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে। এতে করে বাংলাদেশিদের পর্তুগাল ভ্রমণ সহজ হবে। তথ্যমন্ত্রী এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

ফ্রান্সিসকো আন্দ্রে পর্তুগালে ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশিদের উদ্যোক্তা হিসেবে কর্মকাণ্ড এবং পরিশ্রমী মনোভাবের প্রশংসা করে বলেন, পর্তুগিজ সমাজের সাথে মিলেমিশে তারা অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে।

#

আকরাম/সিরাজ/রবি/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৪১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৬৮

**শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার**

**-** **সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, সারাদেশে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলায় দুগিয়া আব্বাসিয়া এমদাদুল উলম ফাজিল মাদ্রাসার চারতলা একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাখাতকে এগিয়ে নিতে ও দেশের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানে গড়ে তুলতে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। শিক্ষার্থীরা যেন সুষ্ঠু পরিবেশ ও নির্বিঘ্নে পড়ালেখার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারেন সে লক্ষ্যেই সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধুনিক ভবন নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। এ সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবে।

মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এ কে এম আজহারুল ইসলাম অরুণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নেত্রকোনা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অসিত সরকার সজল ও সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ আতাউর রহমান মানিক।

#

এনায়েত/সিরাজ/রবি/রাসেল/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৪১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৭৬৭

**‍ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’ সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

পুর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’ উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর ও আরো ঘণীভূত হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আজ সকাল ৯ টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৩৩৫ কি.মি. দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ২৫০ কি.মি. দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৪৩৫ কি.মি. দক্ষিণে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৩৫০ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থান করছিল। এটি বর্তমানে কক্সবাজার-উত্তর মিয়ানমার উপকূল অতিক্রম শুরু করেছে। এটি আরো উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে আজ বিকাল নাগাদ সিটুয়ের (মিয়ানমার) নিকট দিয়ে কক্সবাজার-উত্তর মিয়ানমার উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৭৪ কি.মি. এর মধ্যে বাতাসের একটানা সবোর্চ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১৯৫ কি.মি., যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ২১৫ কি.মি. পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। মোংলা সমুদ্রবন্দরকে ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে। উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও বরগুনা জেলার নদী বন্দরসমূহকে ৪ নম্বর নৌ-মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির অগ্রবর্তী অংশ ও বায়ুচাপ পার্থক্যের আধিক্যের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৮-১২ ফুট অধিক উচ্চতার বায়ুতাড়িত জ্বলোচ্ছাসে প্লাবিত হতে পারে। অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির অগ্রবর্তী অংশ ও বায়ুচাপ পার্থক্যের আধিক্যের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৫-৭ ফুট অধিক উচ্চতার বায়ু তাড়িত জ্বলোচ্ছাসে প্লাবিত হতে পারে। অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাবে চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ভারী (৪৪-৮৮ মিমি) থেকে অতি ভারী (≤৮৯ মিমি) বর্ষণ হতে পারে। অতি ভারী বর্ষণের প্রভাবে কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলের কোথাও কোথাও ভূমিধস হতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

#

অমিত/সিরাজ/রবী/সাঈদা/রাসেল/আসমা/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা